বাংলা সাহিত্যে করোনা কাল: প্রসঙ্গ বরাক উপত্যকা

Dr. Durba Deb.
Associate professor Department of Bengali Assam University, Silchar
District : Cachar
State : Assam
Country : India
Qualification : M.A, M.Phil, Ph.D
Designation : Associate professor

ABASTRACT

Epidemics like Cholera plague have been and are being written in Bengali literature . Corona virus is a completely new deadly disease . Several literally reports have been written in the Barak valley during the coronavirus outbreak . Apart from poems, stories and different types of effort plans have come to notice. There is a brief discussion on the poems of some poet including Piyush Raut , a veteran and powerful poet of Barak Valley. There are also references to some small magazines and books produced during this period. The report of the endangered period in all these writings is a reflection of the time, society and the feelings and mentality of the individual.

Key words :-

Barak valley

Corona virus

Bengali literature

Magazines

Books

Poet

Short story

Writer

মহামারী ইতিহাসের ঘটনা। সমাজ সংস্কৃতিতে মহামারীর প্রতিফলন আগেও হয়েছে, এখনো হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যেও প্লেগ, কলেরা মহামারীর উল্লেখ সাহিত্যিক প্রতিবেদনে কখনো প্রত্যক্ষে কখনো পরোক্ষে এসেছে। কিন্তু স্পেনিস ফ্লুর উল্লেখ সাহিত্যিক প্রতিবেদনে আমার অন্তত নজরে পড়েনি। মনে হয় ভারত তথা বাংলায় বীভৎস ভাবে সংক্রামিত না হওয়াই হয়তো এর পেছনে অন্যতম কারণ। যাই হোক, করোনা সংক্রান্ত বিধি নিষেধের আওতায় ঘরবন্দী লোকের কাছে সামাজিক মাধ্যমই আজ হয়ে উঠেছে জীবনধারণের অপরিহার্য অঙ্গ।সাহিত্যচর্চা থেকে শুরু করে বিদ্যায়তনিক পাঠ পরিকল্পনা সবকিছুই চলছে বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করে।প্রত্যেকেই ঘরকে করেছে বাহির , যোগদান করছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে।আন্তর্জাতিক ঘটনার দ্রষ্টা হবার সৌভাগ্যও অর্জিত হচ্ছে।

মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে পরিবেশের সঙ্গে, নির্ধারিত যাপন প্রণালী সঙ্গে। সেখানে সামাজিক মাধ্যমের বর্তমান চিত্র দেখে প্রশ্ন জাগে, COVID 19 কি আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে? কেন বলছি, কারণ আমি বা আমরা দেখেছি একুশ শতকে বহুরব্যাপী করোনা মহামারীর উত্তাল আঘাতের মত সামাজিক মাধ্যমেও শুরু হয়েছে একের পর এক তরঙ্গের অভিঘাত। কোথাও বা অনুকরণপ্রিয়তার এক অস্পষ্ট ছবি। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, গ্রুপ বা পেজে চলছে সাংস্কৃতিক শৈক্ষিক উদ্যোগ। পাশাপাশি চলছে সংগ্রহ, স্মৃতিচারণ, সবুজায়ন, বর্ষাযাপন,আলাপ-আলোচনার এক প্রাণোচ্ছল পরিবেশনা। প্রতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যিকের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিষ্ঠিতরাও কখনো সাহিত্য রচনায় উৎসাহী হয়ে, কখনো বা খেলাচ্ছলে এই যাপনে মেতে উঠেছেন ।

কবিতার মধ্যে পীযূষ রাউতের 'এখন এই সময়ে', চন্দ্রিমা দত্তের 'ফিরে এসো কথা পৃথিবী', নিরুপম শর্মা চৌধুরির 'আত্মমন্থন', দোলনচাঁপা দাসপালের 'পরিযায়ী', রূপরাজ ভট্টাচার্যের '১৯', শ্যামলী করের নামহীন কবিতা, শতদল আচার্যের 'বিষাদের পর', দীপক সেনগুপ্তের লকডাউন চ্যালেঞ্জ শীর্ষক কবিতা, মেঘদূত সেনের 'লকডাউন ও ২৫শে বৈশাখ', প্রাঞ্জল পালের 'শব্দহীন', নিরুপম পালের 'অন্ধকার সময়ের কথা'য় রয়েছে করোনা বিধ্বস্ত সময়, বিপর্যস্ত মানসিকতা, বিপন্ন মূল্যবোধ, অমানবিক আচরণের কথা।

পীযূষ রাউতের চার লাইনের কবিতা

" এখন

করোনা - দুঃসময়ে

কোনো শক্তি গেটে দাঁড়িয়ে

চেঁচিয়ে বলবে না

অবনী বাড়ি আছো" -

আমাদের অসহায়তা সীমাবদ্ধতার প্রতি কবির তির্যক ইঙ্গিত 'অবনী বাড়ি আছো' বলার মধ্যে যে রোমান্টিকতা, যে আন্তরিকতা আছে, এ কবিতায় সে আন্তরিকতা নেই। বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহার কারণে গুমোটবদ্ধ পরিবেশে বন্দি থাকার চাপের কাছে নতিস্বীকারের অস্ফুট আর্তনাদ রয়েছে এ কবিতার মধ্যে।

চন্দ্রিমা দত্তের 'ফিরে এসো কথা পৃথিবী' নামের মধ্যেই রয়ে গেছে এক আকুল আহ্বান। কবি আনন্দময় মুখরিত জীবন প্রবাহে গা ভাসাতে চান। বিচ্ছেদ জনিত বিষাদ ক্লান্তি থেকে ফিরে যেতে চান শুশ্রুষাময় কথা পৃথিবীর কাছে। সহসা জেগে ওঠা অচেনা অদেখা পৃথিবীর হিংস্র সান্নিধ্য তো কবির কাম্য হতে পারে না। কবিরা তো মানবতার পূজারী, সৃষ্টির কারিগর।

"আমি তো এ নির্বাক সময় চাইনি / কখনো কখনো নির্বাক নির্জনতা চেয়েছি/ খুঁজে পাওয়া মোর সিঁদুর কৌটো/ যেভাবে মৃত প্রজাপতিকে প্রাণ দ্যায় / হঠাৎ মুখরিত হয় যে মুহূর্ত /আমি সেই আহ্লাদটুকু চাই বিষাদের কাছে/ জীবনের কাছে মুখরিত হবো বলে"।

নিরূপম শর্মা চৌধুরীর কবিতার নাম 'আত্মমন্থন'।"মৃত্যুর কোল ঘেষে, সোল্লাসে জীবন যখন ঘুমায় প্রতিদিন"– ঘুম তো মৃত্যুরই নামান্তর আর স্মৃতি কবির ভাষায় রাতের তুলোহীন পাশ বালিশ। সময়ের সীমানাকে বোঝাতে কচ্ছপ খোলসের উপমা ব্যবহার করেছেন কবি 'কচ্ছপ খোলস রহস্য ভেদ করে'.... অস্থির সময়ের আয়নায় অসহায় ভীত আমির অস্পষ্ট আনাগোনার মধ্যেই রয়েছে নতুন করে নিজেকেই ফিরে দেখা।

দোলনচাঁপা দাসপালের 'পরিযায়ী' অপূর্ব একটি কবিতা । সাবলীল ভাষায় বর্তমান পৃথিবীর প্রবাসী শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার সন্ধানে পথ চলার মধ্য দিয়ে নবপরিচয়ে আত্মপ্রকাশ ।

'এ দুঃসময় চলে যাবে নিশ্চয়/

রয়ে যাব তুমি – আমি/

যারা 'হাজার বছর ধরে' পথ হেঁটে/

নিজেদের নাম দিয়েছি 'পরিযায়ী শ্রমী' -

শ্রমজীবী সত্তাই যদিও কবিতার মূল বিষয়, তথাপি কবি আশাবাদী 'হোঙ্গে কামেয়াব' । পৃথিবী পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে, থেকে যাবে শুধু শোষক শোষিতের অবস্থান, সময় এখানে অতন্দ্র প্রহরী।

"তুমিও এসো, সময়, আমার সাথে / তোমার বুকে যে নখের আঁচড়/ তার ভাষা বুঝে নাও রক্তিম বর্ণে।"

রূপরাজ ভট্টাচার্যের '১৯'

"জানিনা কোথায় আছে ধানি জমি / আর আমার ন্যায্য খিদের ফসল/ কোন স্রোতে তবে ভেসে যাব আজ/ কোন পারে আমার নিশ্চিন্ত আশ্রয়/ অমোঘ সময় শুধু অগোচরে /সমূহ কাব্য সব চুপিসারে সেরে রাখে/ অথচ স্বপ্ন গেঁথে গেথে এগিয়ে যায় বাঞ্ছিত বাসনা যত।"

কবি যখন কবিতাটি লিখছেন তখন তার চেতনায় অনাড়ম্বর উনিশের হাতছানি, অন্যদিকে হৃদয়ে পৃথিবীর বিপন্নতা ।পৃথিবী যে আজ গভীর থেকে গভীরতর অসুখে আক্রান্ত । শিরোনাম ১৯ হলেও কবির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল আক্রান্ত সময়ের অসহায়তা , যা কবির অজান্তেই ১৯ এর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কবিতাটি স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্নের যুগলবন্দীর এক মিলিত উচ্চারণ।

শতদল আচার্যের 'বিষাদের পর' -

"সময়ের এই অস্ত্রোপচারে দূর থেকে শোনা যাচ্ছে/ আমি বেঁচে আছি/ সমস্ত শহর হতে জনাকয়েক মানুষ বলে যায়/ চিৎকার করে বেঁচে আছি।" আত্মবিশ্বাসী কবির লেখায় আছে আশার বাণী। একদিকে লাশের মিছিল, অন্যদিকে আছে প্রতাপের বিধ্বংসী তান্ডবের মধ্যে 'বেঁচে আছি' চিৎকারের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের টিকে থাকার ঘোষণা, সঙ্গে আছে সময়ের ভয়াবহতাকে উত্তরণের চেষ্টা।

মেঘমালা দের কবিতা, "সবুজে ঘুমানো তোর সাথে হবে / জলঘুম দিনরাত/ আয় নদী আয় এটুকুই আজ/ অন্তিম মোনাজাত/ শুনেছিল ডাক দরদী নদীটা/ নিয়েছিল টেনে বুকে/ জেনেছিল মাছ মাটির মনেও / অনন্ত জল থাকে" –

প্রশ্ন জাগে, কবিতাটি ছবি দেখে লেখা নাকি লিখে দেখা। এখানে নদী প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। নদীর সঙ্গে মিতালীর মধ্যে রয়েছে প্রবহমান সময়ের শেষ প্রার্থনা। যেন শুষ্ক বিবর্ণ জনজীবনের অস্ফুট পদাধ্বনির মধ্যে উদার, উন্মুক্ত পরিসর সন্ধান, আদি জননীর কোলে আশ্রয় গ্রহণ।

গল্পের ক্ষেত্রে 'বমন' রূপরাজ ভট্টাচার্য , 'জনতা কার্ফু' আদিমা মজুমদার, 'কোভিড ১৯ পজিটিভ' প্রাঞ্জল পাল, 'লকডাউন' বিজয়া কর, 'মহামারী ও একটি তালগাছ' মেঘদূত সেন ছাড়াও 'বিশ শব্দের গল্প' এর আসরে চন্দ্রিমা দত্ত , দোলনচাঁপা দাস পাল, লীনা নাথ, আদিমা মজুমদার কে আহবান বা আমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় গল্পচর্চা । জুন ২০২০ এ প্রকাশিত হয়েছে মেঘদূত এর সম্পাদনায় (প্রকাশনা– কথা বিকল্প পরিবার ,প্রচ্ছদ কুহেলি) 'অন্তরীণ লকডাউন' সংকলন, যেখানে রয়েছে প্রবন্ধ তেরোটি , গল্প ছয়টি ও কবিতা। কথামুখে সম্পাদক জানিয়েছেন আজকের এই অসহনীয় পরিস্থিতিতে 'অন্তরীণ লকডাউন' সংকলন দুঃসময়ের প্রতীকী উপস্থাপন মাত্র। ২৮ টি গল্প ,কবিতা, প্রবন্ধের পাঁচ মিশালি উপস্থাপন এই সংকলন। 'অমর উনিশ' গল্প সম্ভার, প্রবন্ধকথা ও কবিতার ডালি। সংকলনের নতুনত্বের দিক হলো, সম্পাদকসহ কবিপ টিমের কেউ পদবী ব্যবহার করেননি। এমনকি অভিভাবক উপদেষ্টার ক্ষেত্রেও শুধু নামই ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যতিক্রমী সময়ে ব্যতিক্রমী ভাবনার প্রকাশ নিঃসন্দেহে। এছাড়া লকডাউন শীর্ষক ৫০ টি কবিতার সংকলন প্রকাশের আলোয় এসেছে কিছুদিন আগে। কবিতাগুলো বিভিন্ন সময়ে লেখা বলে কথনে ও বয়নে রয়েছে সুরের ভিন্নতা। 'শিরোনামে উঠে আসবে তো সময়ের এই দহন কথা', কবির এই জিজ্ঞাসা কেন্দ্রিক সংসার সংশয়ের মধ্যেই রয়ে গেছে কাব্যগ্রন্থের মূল বার্তা, যা ভাবনার স্তর থেকে পৌঁছে গেছে ব্যঞ্জনার বিস্তৃতিতে। উল্লেখ্য যে, রত্নদীপ কবিতার নামকরণ করেননি, সংখ্যা দিয়েই চিহ্নিত করেছেন। রত্নদীপের মতো অন্যান্য কবিরাও মহামারী, রাষ্ট্রযন্ত্রের পদক্ষেপ, পরিস্থিতির বিভীষিকা, পরিযায়ী শ্রমিক, বিধ্বস্ত দিনযাপনের মুহূর্ত তুলে ধরেছেন তাদের লেখায়, সময় সেখানে নীরব দর্শকের ভূমিকায়।

প্রকাশ মানে তো বহুজনের কাছে তুলে ধরা। প্রকাশ ছাড়া সাহিত্য নেই। হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করে একজনের আনন্দ আর তা উপভোগ করে অন্যজনের আনন্দ। 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো' অথবা যদি বলি 'এমনি করে যায় যদি দিন যাক না' ... কারণ সাহিত্য সৃষ্টির ধারা সতত প্রবাহমান আর সে করোনাকালে স্তব্ধ হয়ে যাবেই বা কেন? আমরা জানি **"Time present and time past/ Are both perhaps present in their future"** সময়ের ঘূর্ণাবর্তে কলম চাষিদের কথাশরীরে থেকে যাবে সময়ের চিহ্ন । আর তাই হয়ে উঠবে আগামী দিনের ইতিহাসের পাতার অক্ষর মালা।

বাংলা সাহিত্যে কলেরা প্লেগের মত মহামারী নিয়ে লেখা হয়েছে এবং হচ্ছেও। করোনা ভাইরাস একেবারেই নতুন একটি মারণ রোগ । করোনাভাইরাস আক্রান্ত সময়ে বরাক উপত্যকায় বেশ কিছু সাহিত্যিক প্রতিবেদন লেখা হয়েছে । কবিতা, গল্প ছাড়া ও বিভিন্ন ধরনের প্রয়াস পরিকল্পনা নজরে এসেছে। বরাক উপত্যকার বর্ষিয়ান এবং শক্তিশালী কবি পীযূষ রাউত সহ কয়েকজন কবির কবিতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। এছাড়াও এ সময়ের ফসল কয়েকটি লিটিল ম্যাগাজিন এবং বইয়ের উল্লেখও লেখায় রয়েছে । বিপন্ন সময়ের প্রতিবেদন এ সমস্ত লেখায় আছে সময় তথা সমাজ এবং ব্যক্তির অনুভব ও মানসিকতা – মূল্যবোধের প্রতিফলন।